COAST Foundation

AlaKar eiZ©

CEPI প্রকল্পের প্রকাশনা।
জুলাই ২০২১ ॥ সংখ্যা-২৪ ॥ তৃতীয় বছর

★ জন-অংশগ্রহণ ★ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ★ বঞ্চিতদের অধিকার

জন প্রতিষ্ঠানসমূহে নাগরিকদের অংশগ্রহণ (সিইপিআই) প্রকল্প। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর কারিগরি সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন, সিইপিআই প্রকল্প ভোলা জেলার ভোলা সদর, দৌলতখান ও লালমোহন উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জন প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সুযোগ ও সেবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

ইউনিয়ন পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পাওয়ায় সেক্টর-ভিত্তিক উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসরণ করে ইউনিয়ন পরিষদ এখন বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি) প্রণয়ন করছে। এই প্রক্রিয়াটিতে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নন অবকাঠামোগত পরিকল্পনা সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। স্থানীয়রা মনে করেন, এডিপিতে

প্রস্তাবিত বাজেটের উপর জনগণের মতামত গ্রহণ করছেন জনাব গোলাম মোস্তফা, চেয়ারম্যান, রমাগঞ্জ ইউপি। ছবি: নোমন-পিএফ

অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ তাদের দীর্ঘমেয়াদী দাবি বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। ২০২১-২২ চলতি অর্থ বছরে রামগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন বাজেটের জন্য মোট ৮.২ মিলিয়ন বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে ৭৫% এরও বেশি পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে গৃহীত হয়েছে যা ছিল মাত্র ৩৫% গত অর্থ বছরে।

রামাগং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম মোস্তফা বলেন যে, সুষম উন্নয়ন অর্জনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা দরকার। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পাশাপাশি আমরা চলতি বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, নিরাপদ পানী, সেচ ব্যবস্থা, এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

ইউনিয়ন নাগরিক ফোরামের সভাপতি জনাব জুন্নুর রহমান বলেন, নাগরিক ফোরাম অগ্রাধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাজেট বরাদ্দের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ধারাবাহিকভাবে লবিং করে যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইউপিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে, তারা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নাগরিকদের দাবির ওপর জোর দিচ্ছেন।

প্রকল্পের কর্ম এলাকায় করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ ও সচেতনতায় দিনব্যাপী মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ

দীর্ঘায়িত করোনা-১৯ মহামারী পরিস্থিতি আমাদের প্রকল্পের কর্মক্ষেত্রে বেড়ে চলছে। মানুষ দিন দিন বেশি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ভবিষ্যতে, পবিত্র ইদুল আযহার জন্য পশু কেনার জন্য মানুষের অবাধ চলাচল এবং অতিরিক্ত হাট-বাজার এর কারণে কোভিড দীর্ঘমেয়াদী ভয়ঙ্কর হতে পারে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা প্রশাসন কোভিড -১৯ এর বিস্তার রোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিনব্যাপী মাইকিংয়ের আয়োজন করার অনুরোধ জানান।

উদ্যোগটিকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয় এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্প কর্মক্ষেত্রে মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করা হয়। এ ছাড়াও আমরা ওয়ার্ড পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি অডিও ক্লিপ তৈরি করেছি। স্থানীয় মানুষের ধারণা অনুযায়ী,

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দিনব্যাপী মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ। উত্তর দিঘলদী ইউনিয়ন, ১৮ জুলাই ২০২১। ছবি: রহমান-পিএফ

পবিত্র ইদুল আযহার জন্য অনেক মানুষ গ্রামে এসেছে, তাই সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্থানীয় জনগণ এবং প্রশাসন সময় উপযোগী ভালো উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কোস্ট'কে ধন্যবাদ জানান।

নাগরিক ফোরামদের সাথে ভার্চুয়াল সেমিনার- প্রকল্পের এক বছরের অগ্রগতি, শিক্ষন, চ্যালেঞ্জ, কৌশল এবং পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ

প্রকল্পের এক বছরের অগ্রগতি, শিক্ষন, চ্যালেঞ্জ, কৌশল এবং পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনার গ্রহণ করার জন্য স্টেকহোল্ডার এবং প্রকল্প কর্মীদের সাথে ভার্চুয়াল সেমিনার গত ১৩ জুলাই ২০২১ সন্ধ্যা ০৭:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন

স্টেকহোল্ডাররা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শাফিয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক- জেলা নাগরিক ফোরাম ও প্যানেল চেয়ারম্যান- জেলা পরিষদ, ভোলা। প্রকল্পের অগ্রগতি এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনগুলি দেখানোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছিল।

স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি) মহোদয়ের উপস্থিতিতে দৌলতখান উপজেলা নাগরিক ফোরামের সদস্যদের সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছরের পরিকল্পনা বই প্রকাশের প্রস্তাবে তাদের উপজেলায় অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে তাদের অনুভূতি ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি সভা থেকে প্রত্যেকে অবশ্যই বিশেষ করে নলকূপের জন্য কাঠামোগত এবং অবকাঠামো

সেমিনারে উপস্থিত সকলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান মুহূর্ত। সিইপিআই প্রকল্প ও নাগরিক ফোরাম, ১৩ জুলাই ২০২১।

পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যা আগামী ৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। স্টেকহোল্ডারদের দ্বিমাসিক ভিত্তিতে ভার্চুয়াল মিটিং আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন নাগরিক ফোরামের সদস্যদের যোগাযোগের জন্য একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করা হবে। অংশগ্রহণকারীরা জেলা থেকে ৪ জন, প্রতিটি উপজেলা থেকে ৩ জন এবং প্রতিটি এলজিআই ফোরামের জন্য ২ জন অংশ নেবেন।

আমাদের কৌশল ও অর্জন; কোনটি ভাল কাজ করেছে এবং কোনটি কাজ করে নাই

যে কৌশলগুলি ভালভাবে কাজ করেছে: (ক) অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা সভা: এলজিআইয়ের বার্ষিক বাজেট বিভিন্ন খাতে বেড়েছে। **(খ) তৃণমূল পর্যায়ে সেবা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক জবাবদিহিতা (এসএ) টুল্‌স প্রয়োগ:** সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। **(গ) চেয়ারম্যান ও সচিবদের সাথে বার্ষিক সভা:** আমরা দেখতে পারি যে এই সিদ্ধান্তগুলি প্রশাসনকে যুক্ত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যে কৌশলগুলি ভাল কাজ করেনি: (ক) রাজস্ব বাড়ানোর জন্য কর আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ: জনগণের বার্ষিক কর প্রদানে কোনও আগ্রহ নেই এবং একইভাবে এলজিআইগুলির রাজনৈতিক আগ্রহ থেকে কর আদায় করার আগ্রহ নেই। **(খ) দিবস পালন (তথ্য অধিকার):** মহামারী এবং সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে, এই কৌশলটি ভাল কাজ করেনি। **(গ) দরিদ্র নারী ও কিশোরদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ:** স্থানীয় পর্যায়ে এই ধরনের সরকারি উদ্যোগ বর্তমানে স্থগিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) বর্তমান পরিস্থিতিতে, বাস্তবতা হল যে কিছু ইউপি চেয়ারম্যান পরবর্তী নির্বাচনে তাদের প্রার্থিতা নিয়ে অনিশ্চিত, তাই তারা হতাশ এবং এমপিদের সাথে তদবিরের জন্য বেশিরভাগ সময় ইউনিয়নের বাহিরে অবস্থান করছেন। এজন্য তারা ইউনিয়ন পরিষদে কম সময় দেয়। (খ) স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা সুবিধাভোগীদের জন্য সুবিধা পেতে ইউপি প্রতিনিধিদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এজন্য প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগীদের জন্য সুবিধা নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে। (গ) মহামারী কোভিড পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদী হওয়ায় আমরা বিভিন্ন সভায় এলজিআইয়ের প্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি।

প্রকল্পের কার্যক্রম অনুশীলন এবং আমাদের শিক্ষন

(ক) যদি নাগরিকরা স্থানীয় সরকারের কাছে তাদের দাবি জোরালোভাবে উত্থাপন করে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। যা সুষম ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। (খ) যদি নাগরিকরা অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পারে, তাহলে স্থানীয় চাহিদা ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সেক্টর-ভিত্তিক বার্ষিক বাজেট বৃদ্ধি করা সম্ভব। (গ) স্থানীয় নাগরিকরা যদি তাদের সমস্যাগুলি সনাক্ত এবং উত্থাপন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং নাগরিক সংলাপের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিনিধিদের চাপ দিতে পারেন তবে স্থানীয় সমস্যাগুলি স্থানীয়ভাবেই সমাধান করা যেতে পারে।

সিইপিআই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন: লক্ষ্য ও অর্জন- জুলাই ২০২১

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দিনব্যাপী মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ	১১	১১
২	ইউনিয়ন নাগরিক ফোরামের সভা	০৬	০৬
৩	দ্বিমাসিক উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা	১১	০৩
৪	ওয়ার্ড নাগরিক ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা	৩৩	১৪
৫	সামাজিক নিরাপত্তা সেবার উপর পর্যবেক্ষন	০২	০২
৬	নাগরিক ফোরাম সদস্যদের সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত	১৫০	১৮১

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সিইপিআই প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
মোবাইল: +৮৮০ ১৭০৮ ১২ ০৪ ১৪
ইমেইল: monir1992.coast@gmail.com
কোস্ট ফাউন্ডেশন, সিইপিআই প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়, সার্কিট হাউজ রোড, সার্কিট হাউজ এর বিপরীত পাশে, চরনোয়াবাদ, ভোলা সদর, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত। কোস্ট ওয়েবসাইট ভিজিট : www.coastbd.net